তারিখ ... 24 MAY 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

প্রথম আলো

মানবিকে পরীক্ষার্থী বেশি, পাস কম বিজ্ঞানে পরীক্ষার্থী কম, পাস বেশি

এসএসসির ফল বিশ্লেষণ

শরিফুজ্জামান ●

এ বছর আটটি শিক্ষা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার্থী কম, তবে পাসের হার বেশি। আবার মানবিকে পরীক্ষার্থী বেশি, কিন্তু পাসের হার সবচেয়ে কম। ব্যবসায় শিক্ষা শাখা বিজ্ঞান ও মানবিকের মাঝামাঝি জায়গায় থাকলেও এর প্রতি শিক্ষার্থীদের ঝোঁক ও পাসের হার ক্রমাগত বাড়ছে।

বাণিজ্য শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পাসের হার দুই-ই বাড়ছে। কারণ চাকরির বাজারে সুযোগ তুলনামূলক ভালো

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এ বছর বিজ্ঞান বিভাগে আট বোর্ডে পাসের গড় হার ৮৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ। মানবিকে এই হার ৫৫ দশমিক ১০ শতাংশ। ব্যবসায় শিক্ষায় পাসের হার ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ।

বিজ্ঞান বিভাগে এ বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল এক লাখ ৮২ হাজার ৭৪৪ জন। মানবিকে পরীক্ষার্থী ছিল তিন লাখ ৪৪ হাজার ৫৯৬ জন। ব্যবসায় শিক্ষায় পরীক্ষার্থী ছিল দুই লাখ ৭০ হাজার ৫৫১ জন।

২০০৮ সালেও বিজ্ঞানে পরীক্ষার্থী ছিল সবচেয়ে কম, এক লাখ ৭৭ হাজার ৬২৮ জন বা ২৩ দশমিক ৭৬ শতাংশ। মানবিক শাখায় সর্বোচ্চ তিন লাখ ২৯ হাজার ৬০৬ বা ৪৪ শতাংশ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে দুই লাখ ৪০ হাজার ৩১১ জন বা ৩২ শতাংশ শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়।

এর আগে ২০০৭ সালে বিজ্ঞানে এক লাখ ৭৯ হাজার ৮০৫, মানবিকে তিন লাখ ৫৮ হাজার ১৭৮ এবং বাণিজ্যে দুই লাখ ৫৪ হাজার ১৮২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল। ওই বছর এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিকে পাসের হার ছিল যথাক্রমে ৭৬ দশমিক ২৪, ৫৮ দশমিক ৯৮ এবং ৪৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

শিক্ষকেরা বলছেন, সাধারণত মেধাবী শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়। বিদ্যালয়গুলোতে বিভাগ নির্বাচনের আগে বিজ্ঞান বিভাগে কারা ভর্তি হতে পারবে, সেটা শিক্ষকেরা নির্ধারণ করে দেন।

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুলে শাখা নির্বাচন নিয়ে প্রতিবছরই ঝামেলা হয়। এই স্কুলে যারা পড়ে, তাদের বেশির ভাগই মেধাবী এবং প্রায় সবাই বিজ্ঞানে পড়তে আগ্রহ দেখায়। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রীর বিষয়ভিত্তিক নম্বর পর্যালোচনা করে বিভাগ নির্ধারণ করে দেয়।

আবার মফস্বলের বিদ্যালয়গুলোতে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবকই বিভাগ নির্ধারণ করেন। শিক্ষকদের খুব একটা করণীয় থাকে না। বিজ্ঞান বিভাগ নেওয়ার জন্য মফস্বলের সাধারণ মানের বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না। এর নেপথ্যে আছে বিজ্ঞান শিক্ষক ও বিজ্ঞান গবেষণাগারের অভাব এবং মফস্বলে অভিভাবকদের আর্থিক সামর্থ্য।

•দেখা যাচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে বাণিজ্য শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পাসের হার দুই-ই বাড়ছে। এর কারণ হিসেবে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বাণিজ্য শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে চাকরির বাজারে সুযোগ তুলনামূলক ভালো বলে মনে করা হয়।

তবে আর্থিক বিবেচনায় এবং মধ্যম মানের শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই ভর্তি হয় মানবিক বিভাগে। এই বিভাগে মেধাবী শিক্ষার্থীরা প্রবেশ করলেও তুলনামূলক বিচারে ওই সংখ্যা বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের চেয়ে অনেক কম বলে মনে করেন শিক্ষকেরা।

জানা যায়, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অনিবার্য হলেও দেশের অধিকাংশ স্কুল-কলেজে প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগার নেই। মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিকের সমন্বয়ে একমুখী শিক্ষা চালু করার উদ্যোগ নেওয়ার সময় শিক্ষা [illegible] দিন, প্রায় ১০ হাজার বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

● সম্পাদকীয় : পৃষ্ঠা-১০

মানবিকে পরীক্ষার্থী বেশি

শেষ পৃষ্ঠার পর

গবেষণাগার নেই; কোনো কোনো বিদ্যালয়ে নামকাওয়াস্তে গবেষণাগার থাকলেও গবেষণার যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম বা উপকরণ নেই। এ ছাড়া মফস্বলে বিজ্ঞান শিক্ষকের সংকট আছে। এ শাখায় পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের স্কুল-কলেজে বেশি সময় থাকতে হয়, পড়ার চাপও অন্য দুটি বিভাগের তুলনায় বেশি।

বিজ্ঞান বিভাগের ব্যবহারিক পরীক্ষা নিয়ে প্রতারণার ঘটনা ঘটে এবং এর সঙ্গে অর্থের যোগসূত্র তৈরি হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজন শিক্ষক বিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষাগার তৈরি, রুটিনে ব্যবহারিক ক্লাস বাধ্যতামূলক করা, বিজ্ঞান শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো ও কোচিংয়ে সম্পৃক্ত হওয়ার লাগাম টেনে ধরা, বিজ্ঞানের সিলেবাস কাটছাঁট করা এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও আগ্রহ বিবেচনা করে বিভাগ নির্ধারণে সহায়তার ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব করেন।

বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনার খরচ বেশি। পদার্থ, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর জন্য গৃহশিক্ষক অনেকটা অনিবার্য হয়ে গেছে। প্রতিটি বিষয় গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ার ফলে অভিভাবকের খরচ হয় বেশি। এ ছাড়া আছে কোচিং সেন্টারে যাওয়া এবং মডেল টেস্ট বাবদ খরচের বোঝা। এ কারণে দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী হয় না। এমনকি বেশির ভাগ স্কুল-কলেজে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষার সঙ্গেও অর্থের যোগসূত্র গড়ে উঠেছে।

রাজধানীর গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক মো. ইনছান আলী বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে চাকরির কথা চিন্তা করে বাণিজ্যের কদর বেড়েছে। আর বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ কম হওয়ার কারণ পদার্থ ও রসায়ন বিষয়ের সিলেবাস এতটাই কঠিন যে, এ দুটি বিষয় পড়ানোর মতো যোগ্য শিক্ষক অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেই। তিনি আরও বলেন, মানবিকের ক্ষেত্রগুলো সংকুচিত হয়ে আসছে। কারণ মানবিক বিভাগে পড়ে চাকরিসহ যেসব সুযোগ পাওয়ার কথা, সেগুলোও বিজ্ঞান-বাণিজ্যের মেধাবী শিক্ষার্থীদের দখলে চলে যাচ্ছে।

গোল্ডেন বলে কিছু নেই, তবু খোঁজাখুঁজি : শিক্ষা বোর্ড গোল্ডেন জিপিএ বলে কোনো স্তর নির্ধারণ করেনি। কিন্তু জিপিএ-৫ পাওয়া সবার আগ্রহ এটা 'গোল্ডেন জিপিএ' কি না এবং এটি মুখে মুখে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

ঢাকা বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্রের সিস্টেম অ্যানালিস্ট প্রকৌশলী মো. মনজুরুল কবীর বলেন, প্রকৃতপক্ষে সবাই জানতে চায় চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ-৫ পেয়েছে কি না। এটা জানতে গিয়ে 'গোল্ডেন জিপিএ' নামে একটি আলাদা স্তর তৈরি করা হয়েছে মুখে মুখে। কিন্তু এটা বাস্তবে নেই।

জানা যায়, ঢাকা বোর্ডে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৯ হাজার ৮৬ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ-৫ পেয়েছে পাঁচ হাজার ৮৫৭ জন শিক্ষার্থী।

যশোর বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে চার হাজার ৭৬৭ জন শিক্ষার্থী, এদের মধ্যে চতুর্থ বিষয়ের সহায়তা ছাড়া জিপিএ-৫ পেয়েছে এক হাজার ৩৭৫ জন।

বরিশাল বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে এক হাজার ৬৮৮ জন। এদের মধ্যে চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৮৪ জন।